বিশ্ব পরিবেশ দিবস
৫ জুন ২০০৪
বাঁচার জন্য চাই দূষণমুক্ত সাগর মহাসাগর

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

WORLD ENVIRONMENT DAY
5 JUNE 2004
WANTED! SEAS AND OCEANS DEAD OR ALIVE?

Department of Environment
Ministry of Environment and Forests

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় 'দি নিউ এ্যাড মিউজিয়াম'

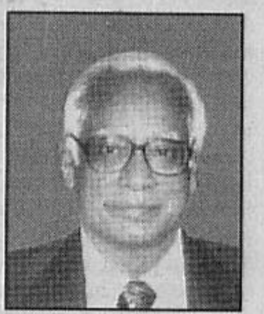

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১
০৫ জুন ২০০৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'বাঁচার জন্য চাই-দূষণমুক্ত সাগর মহাসাগর'। পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন টিকিয়ে রাখার জন্য সাগর মহাসাগরকে দূষণমুক্ত করার তাগিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীণ হাউস প্রভাব, আবহাওয়া পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ওজোনস্তর ক্ষয়, মরুময়তা, সমুদ্র দূষণ, জীববৈচিত্র হ্রাস ইত্যাদি কারণে পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য আজ হুমকির সম্মুখীন। সমুদ্র সম্পদসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের জন-মানুষের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

SECRETARY GENERAL
United Nations

MESSAGE

The marine environment is facing challenges that, if not addressed immediately and effectively, will have profound implications for sustainable development. The theme of World Environment Day 2004- Wanted! Seas and Oceans: Dead or Alive?-emphasizes that society can no longer view the world's seas as a convenient dumping ground for our waste, or as an unlimited source of plenty.

The facts are clear. The world's seas and oceans are becoming increasingly tainted by untreated waste water, air-borne pollution, industrial effluent and silt from inadequately managed watersheds. Nitrogen overload from fertilizers is creating a growing number of oxygen-starved' "dead zones" in coastal waters across the globe. Marine litter is killing up to a million seabirds and 100,000 sea mammals and turtles each year. With more than 40 per cent of the human population already living within 60 kilometres of a coast, and the proportion growing, these problems are likely only to increase. Moreover, despite the growing reach and intensity of commercial fishing operations, total global fish catch is declining. Nearly three quarters of world fish stocks are being harvested faster than they can reproduce.

There is an urgent need for concerted action, on land and seas, at the national, regional and international levels. Mechanisms already exist, including the Global Plan of Action for the protection of the Marine Environment from Land-based activities, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and UN Food and agricultural Organization action plans for fisheries. Nevertheless, the continuing depletion of the world's fish stocks and the increasing degradation of the marine environment indicate that these and other instruments, binding or non-binding, are not being sufficiently implemented and enforced.

Less than two years ago, at the World Summit on Sustainable Development, governments committed to time-bound goals to end unsustainable fishing practices, restore depleted fish stocks, establish a regular global assessment of the marine environment, and create a representative network of marine protected areas.This last goal, to be achieved by 2012, is particularly important.

Less than one-half a percent of marine habitats are protected-compared with 11.5 per cent of global land area. Yet studies show that protecting critical marine habitats, such as warm-and cold-water coral reefs, seagrass beds and mangroves, can dramatically increase fish size and quantity, with obvious benefits to large-scale commercial as well as local fisheries.

On this World Environment Day, I urge governments, businesses and individuals everywhere to show renewed respect for the seas and oceans from whence all life on earth originated. Let us all do our utmost to ensure that the world's most prolific natural resource is protected and sustainably managed for generations to come.

Kofi A. Annan

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১
০৫ জুন ২০০৪

বাণী

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্ব ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়- 'বাঁচার জন্য চাই, দূষণমুক্ত সাগর মহাসাগর'- নির্বাচন অত্যন্ত সময়োচিত কর্মসূচি। বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মসূচি পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

সাগর মহাসাগর পৃথিবীর ৯০ ভাগের অধিক প্রাণসম্পদ ধারণ করে আছে। বিশ্বের ৩৫০ কোটি জনগোষ্ঠী প্রাথমিক খাদ্যের জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। ভূ-পৃষ্ঠের ৭০ ভাগের বেশি বিস্তৃত জলভাগ আজ মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বিভিন্নভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে। এক শ্রেণীর মানুষের অনাহূত কর্মকাণ্ডের ফলে ক্রমাগত সমুদ্র দূষণ ঘটছে। তাই পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক প্রতিবেশসমূহ আজ হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আশংকা এ হুমকির মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই এই পরিবেশ দূষণে বিশ্বব্যাপী সোচ্চার হতে হবে।

আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণরোধে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে দূষণমুক্ত সাগর মহাসাগর নিশ্চিত করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। এ লক্ষ্যে আমাদের সকলকে একযোগে, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০০৪ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

বাণী

সহস্রাব্দের উন্নয়ন অগ্রাধিকার তালিকায় পরিবেশের অবস্থান প্রথম দিকে। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরিবেশের প্রতি মানুষের মমত্ব এবং পরিবেশ বিপর্যয় প্রশ্নে আমাদের উদ্বেগের স্বরূপ।

আমরা মাটির সন্তান। আর, মাটির সহজাত বৈশিষ্ট রক্ষায় পানি একটি অপরিহার্য উপাদান। মাটি এবং পানিকে নির্ভর করেই আমাদের পথ-চলা, আমাদের অস্তিত্ব ও বিকাশ। অথচ এই পানিকেই আজ দূষিত করে চলেছে এক শ্রেণীর মানুষ-সমুদ্র গর্ভে পারমানবিক বিস্ফোরণ সংঘঠন, তেজস্ক্রিয় ও বিষাক্ত বর্জ্য নিক্ষেপের মত গর্হিত তৎপরতার মাধ্যমে।

তার সাথে যুক্ত হয়েছে এক দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদীর উজানে অন্য দেশে পানির গতি পরিবর্তনের মত অমানবিক তৎপরতা, যার ফলে নদীর বুক ভরাট হয়ে যাচ্ছে, খরায় মরুকরণ আর বর্ষায় প্লাবন গোটা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে জলবায়ুর আশংকাজনক পরিবর্তন ও সমুদ্র-স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি।

এ পটভূমিতে আজ পাঁচই জুন আমরা পালন করছি **বিশ্ব পরিবেশ দিবস**। গোটা বিশ্বের উদ্বেগের সাথে একাত্ম হয়ে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি **ইউনেপ** এবারের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্বাচন করেছে একটি প্রশ্নকেঃ Wanted! Seas and Oceans- Dead or Alive? আমরা কি মৃত সাগর-মহাসাগর বেছে নেব, না চেয়ে চেয়ে দেখব সাগর-মহাসাগরের মৃত্যু? এ প্রশ্নের জবাব খুজেঁ নিতে হবে আমাদের নিজেদেরই অস্তিত্বের প্রয়োজনে।

আজ, এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে, আমরা যেন অঙ্গীকারবদ্ধ হই সমুদ্রকে বাঁচানোয়, পরিবেশ রক্ষায়, জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণে। আমরা যেন সংকীর্ণ স্বার্থের মোহজাল ভেদ করে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস হোক আমাদের সারা বছরের প্রেরণার উৎস।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।
আল্লাহ হাফেজ।

(তরিকুল ইসলাম)

প্রতিমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

বাণী

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে -পরিবেশ ও প্রতিবেশগত অবক্ষয়ের হাত হতে ধরিত্রীকে বাঁচানো। ৫ জুন "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" আমাদের সেই গুরু দায়িত্বকে স্মরণ করে দিতে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও সমাগত। বিশ্বের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্ববাসীর সাথে বাংলাদেশও ঐক্যবদ্ধ।

ভূ-পৃষ্টের ৭০ ভাগেরও বেশী সাগর মহাসাগর। এ সাগর মহাসাগর দূষণ আজকের পৃথিবীর অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা। তাই এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় **'বাঁচার জন্য চাই-দূষণমুক্ত সাগর মহাসাগর' (Wanted! Seas and Oceans -Dead or Alive?)** বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীতে মানুষসহ অন্যান্য জীবের অস্তিত্ব ও তাদের টিকে থাকার জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অভাব এবং পানি সম্পদের দূষণ ও অপব্যবহার এ অমূল্য সম্পদকে সংকটাপন্ন করে তুলছে।

মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের ফলে সামুদ্রিক পরিবেশ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বাংলাদেশসহ উপকূলীয় দেশসমূহ এ বিপর্যয়ের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত সকল উদ্যোগে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

বর্তমান সরকার সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোস্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট, সুন্দরবন বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট, সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি ফর কোস্টাল ফিসিং কমিউনিটিস প্রকল্প গ্রহণ এদের মধ্যে অন্যতম।

আমি বিশ্বাস করি, সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি আপামর জন-সাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব। আসুন পরিবেশ সংরক্ষণে দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে এক সাথে কাজ করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(জাফরুল ইসলাম চৌধুরী)

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

বাণী

সারা বিশ্বের জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে প্রতি বছর ৫ জুন **'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'** পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় বাঁচার জন্য চাই-দূষণমুক্ত সাগর মহাসাগর (Wanted! Seas and Oceans, Dead or Alive?) নির্ধারণ করেছে। সাগর মহাসাগরে সৃষ্ট দূষণ কোন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। এ সমস্যার সমাধানও এককভাবে কারোপক্ষে করা সম্ভব নয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিশ্ববাসীকে একই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হবার সুযোগ করে দিয়েছে।

সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা। পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে সাগর মহাসাগরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এটি একটি অনিবার্য বাস্তবতা। জীববৈচিত্রসহ বিভিন্ন মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল আধার এই সমুদ্র। দূরদর্শী ব্যবস্থাপনার অভাব ও মানুষের যথেচ্ছা ব্যবহারের মাধ্যমে সাগর মহাসাগরকে নানাভাবে দূষণের স্বীকারে পরিণত করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

বর্তমান সরকার সমুদ্র এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গৃহীত এসকল কার্যক্রম সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করি।

সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামগ্রিক প্রাকৃতিক ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মকান্ডে আমাদের সকলকে সমন্বিত কর্মসূচি নিয়ে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' ২০০৪ এর উদযাপন কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(সৈয়দ তানভীর হোসেন)

World Environment Day - 5 June 2004 and The Department of Environment

Khan M Ibrahim Hossain
Additional Secretary, Govt. of Bangladesh
and Director General, Department of Environment

Environment and Development have been among the most talked-about issues in the international agenda. Continued degradation of the environment has caused peril to the global biosphere. Environmentalist, since over three decades have been trying to bring this issue to the notice of the world leaders. Their endeavour came to bear the fruits of institutionalization through the United Nations Conference on Human Environment held at Stockholm, Sweden, in 1972. Observance of 5 June each year as the 'World Environment Day' has been among the significant outcomes of the United Nations Conference on Human Environment. World Environment Day, commemorated each year is one of the principal vehicles through which United Nations Environment Programme (UNEP) stimulates worldwide awareness of the environment and enhances political attention and action towards formulation and implementation of programmes. Successively the Rio de Janeiro 'Earth Summit' of 1992 and the Johanesburg 'World Summit on Sustainable Development' of 2002 made such endeavour dynamic and stronger.

The World Environment Day

UNEP has selected the World Environment Day theme for 2004 as **Wanted ! Seas and Oceans-Dead or Alive?.** This has been translated in Bangla as 'বাঁচার জন্য চাই-দূষণমুক্ত সাগর মহাসাগর' The declaration of **'International Year of Freshwater, 2003'** and **'World Water Day (22 March)'** by the United Nations last year has played supplementary and complimentary roles in the selection of this theme. This has given us the heartiest call to ensure the proper and sustained use of the precious source of marine life in this Earth. The theme has also provided people of the world to think about the natural resources. The crucial problems relating to the global climate change, depletion of Ozone layer, Greenhouse Gas effect, loss of Bio-diversity, air pollution, desertification etc. along with the pollution of seas and oceans through indiscriminate dumping are now furring issues of the world.

More than 3.5 billion people depend on the seas and oceans for the primary source of food which constitutes 95 percent of the world's total fish resources. In 20 years, this number could double. In this backdrop the theme of this year's World Environment Day is directly related to the environmental problems that surround the earth. This is a note of caution to all of us to be just and careful in the utilization of marine and other natural resources.

Seas and oceans cover an area of 361 million square kilometer, which is 70 percent of the Earth's surface. The marine water is saline and constitutes 97 percent of the total volume of Earth's surface water. Seas and oceans play a very significant role in the formation of the life cycle in the earth. The marine environment surrounds more than 90 percent of the planet's living bio-mass. 70 percent of the oxygen that mixes with the air comes from plants and trees. In one word, seas and oceans are very important sources of resources. Many people of the world are gradually becoming economically independent through abundant fish catch growing shrimps and preparing salt from saline water. The world's seas and oceans and the marine environment are becoming increasingly tainted by hazardous chemicals, solids, radioactive and untreated waste water, air borne pollution, industrial effluent and silt from inadequately managed watersheds. Seas and oceans are treated as an indiscriminently convenient dumping ground of wastes.

As per UNEP statistics, marine litter is killing up to a million sea birds, 100,000 sea mammals and turtles each year. With the growing proportion of marine pollutants, the intensity of diseases are likely to increase. Death and disease caused by polluted coastal waters cost the global economy in the tune of US $ 12.8 billion a year. This is the picture that shows that the world's marine environment is at stake. In this context, this year's observance of the World Environment Day has been among the global means toward reassuring by the human race to ensure the process of sound and sustainable development through sustainable utilization of all the marine environmental resources.

The Bangladesh State of Environment

Viewing in Bangladesh perspectives vis-a-vis the contemporary world, it becomes apparent that the adverse impacts of global warming, climate change, sea-level rise, etc., gradually become manifest in Bangladesh also. Increased frequency of the incidence of floods, tornadoes, cyclones, tidal surges, etc., during the contemporary periods has a constant devastating effect upon the life, property and physical infrastructure of the country. Besides the global impact of environmental degradation, Bangladesh has also been subject to local and regional issues. Population explosion, unplanned urbanization, increased salinity in the southern regions, industrial pollution, indiscriminate use of chemicals, scarcity and pollution of inland surface water, indiscriminate extraction of underground water, arsenic contamination, air pollution, etc., have placed the total environment of Bangladesh under constant threat.

Geographical location and pollution caused at the international level have made us to live with floods, draughts, tornadoes, cyclones, tidal surges, etc., on a regular basis. Bangladesh will be the worst affected country due to global climate change phenomena with permanent inundation of 18 per cent of its landmass and, as direct consequence, of a projected adverse impact upon a fourth of its total population. But the fact remains that contribution of Bangladesh to causing such calamities is the least and insignificant.

Activities and Achievements of the Department of Environment

The Department of Environment (DoE) has been engaged in various programmes towards ensuring the environmental conservation and development and environmentally sound, sustainable and integrated management of the natural resources. DoE is engaged in carrying out its huge national mandate inspite of bare staffing, logistic and infrastructural constraints. The matter has now reached the attention of higher authority of the government and is gaining urgent consideration.

The legal aspects that mandate the Department of Environment of performing various programmes are adequately covered by the enactment of laws and other regulations viz. Environment Conservation Act of 1995, the Environment Conservation Rules of 1997, the EIA Guidelines of 1997 for the industrial sector and the Environment Court Act 2000. The ECA of 1995 is a comprehensive legislation which gives the DoE a clear mandate as to the duties and responsibilities specified in the Act towards the conservation of the environment and enhancing its quality through prevention and mitigation of pollution.

The present government has been paying highest priority towards the protection and conservation of environment in an environmentally sound and sustainable way through integrated natural resources management. A strategical National Water Management Plan has already been approved for the country. The balanced development strategical plan intends to fulfil the six national goals of economic development, food security, poverty alleviation, public health and safety, decent standard of living for the people and protection of the natural environment through its implementation. The Government has by now prepared different national sectoral policies, such as, National Environment Policy (1992), National Forest Policy (1994), National Energy Policy (1996), National Safe Water Supply and Sanitation Policy (1998), National Fisheries Policy (1998), National Agriculture Policy (1999), National Industrial Policy (1991) and National Water Policy (1999).

The Department of Environment strives to ensure the sustainable use of land, the country's biodiversity and other national resources through strategic environmental management, ecosystem protection and pollution prevention with the help of other GoB agencies. It will lead and catalyze the work of other government and non-government agencies working on environment and will try to achieve an wide range of public understanding and support for its mission. The DoE is committed to fairness and transparency and encourages the active participation of its stakeholders in the public and private sectors and the civil society. The DoE has the vision of implementing programmes through enhanced environmental education and awareness through publicity in the mass-media, formulation of projects and undertaking programmes in the light of Agenda 21, NEMAP, National Conservation Strategy and the Johanesburg World Summit on Sustainable Development.

The present democratic government has earned much reputation as environment friendly government in the country and abroad. The farsighted and timely interference and guidance of the government have created impulse and dynamism among the officials and thus provided opportunities to the Department to achieve its goals. These are ¾ amendment of ECA, 1995 to implement the government's ban on use, production and marketing of polyethylene bags throughout the country; revision of ECR, 1997 to make catalytic converter and diesel particulate filter mandatory to vehicles plied by petrol and diesel respectively; ban on vehicles with two-stroke engines to combat air pollution in the capital city and undertaking steps towards converting vehicles using petrol and diesel to CNG operating ones by the Ministry of Communication. One Continuous Air Quality Monitoring Station has already been established in the Parliament compound under the World Bank funded Project being implemented by the DoE as an initial step. Such monitoring stations in Metropolitan cities of Chittagong, Khulna and Rajshahi are also planned to be established. The government has taken strong steps towards the conservation of environment and maintaining ecological balance in the country. In this regard active steps have already been taken to protect and conserve the wetlands and low-lying areas of the country. Cutting of the hills has also been prohibited. Necessary amendment has been made in the existing legislation for establishment, operation and maintenance of brick kilns throughout the country. Steps are being taken towards ship breaking and production of manual, electricity and energy from wastes. Under the UNDP funded SEMP project the national important task of developing the environmental education curricula, contents of environmental textual materials and teachers' guides at the primary and secondary levels for the formal education sector have already been completed. The Government of Bangladesh is committed to implement the environment and forest related different protocols, conventions and international treaties signed by her to safeguard the environment from degradation in a holistic and integrated approach.

Conclusion

Protection and development of environment and conservation of the ecology are among the talked about world issues today. With the growing civilization, serious degradation of environment has been taking place due to lack of farsightedness of the people through unbalanced and indiscriminate utilization of natural resources. The conscious people of the world are now afraid, if such trend of degradation continues, the very existence of mankind may be at stake. Therefore, this is the high time we addressed the noble cause of protection, conservation and development of environment towards achieving world economy, food security, poverty alleviation, public health, decent standard of living. In this context, all has to be united to uphold the very significant spirit of this years' theme of the World Environment Day. In order to see the world marine environment healthy and pollution free, concerted national, regional and international efforts should be made to implement the 'Global Plan of Action for the Protection of the Marine Environment from Land Based Activities, United Nations Convention on the Law of the Sea and the Action Plan for Fisheries adapted by the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)'. The world community has to consolidate its unity and to be firm to ensure sustainable management of natural resources for the present and future generations in a fresh and healthy environment. The universal environmental philosophy- **'think globally and act locally'** should reign over there.

সৌজন্যে
AKIJ GROUP

J. K. FABRICS LIMITED